[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ব্রাজিলে আক্রান্ত ২ লাখ ৪১ হাজার ৮০ এবং মারা গেছে ১৬ হাজার ১১৮ জন।

এদিকে করোনার উৎপত্তিস্থল চীনে আক্রান্ত ৮২ হাজার ৯৪৭ এবং মারা গেছে ৪ হাজার ৬৩৪ জন।

এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতে আক্রান্ত ৯৫ হাজার ৬৯৮ এবং মারা গেছে ৩ হাজার ২৫ জন।

পাকিস্তানে আক্রান্ত ৪০ হাজার ১৫১ এবং মারা গেছে ৮৭৩ জন।

বাংলাদেশে আক্রান্ত ২২ হাজার ২৬৮, সুস্থ হয়েছে ৪ হাজার ৩৭৩ এবং মারা গেছে ৩২৮ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনাভাইরাস: ভারতে আক্রান্ত ৯০ হাজার ছাড়াল

করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত পুরো বিশ্ব। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। ভারতেও হানা দিয়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস। এরই মধ্যে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৯০ হাজার।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৯০ হাজার ৯২৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৮৭২। আর সুস্থ হয়েছে ৩৪ হাজার ২২৪ জন। সূ্ত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ব্রাজিলে আরও ভয়ঙ্কর করোনা,

আক্রান্তে ছাড়িয়ে গেল স্পেন-ইতালিকেও

দিন যতই যাচ্ছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। এরই মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যায় ছাড়িয়ে গেছে ইউরোপের দেশ স্পেন ও ইতালিকেও।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে ১৪ হাজার ৯১৯ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৩৩ হাজার ১৪২ জন। যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, তালিকায় ব্রাজিলের ওপরে রয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্য।

এক মাসের ভেতর দুইজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করা ব্রাজিলে করোনা শনাক্তের অবস্থা রীতিমতো ‘যাচ্ছেতাই’। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার তুলনায় দেশটিতে মাত্র কয়েক শতাংশ পরীক্ষা হচ্ছে।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত একদিনে দেশটিতে আরও ৮১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে এখন পর্যন্ত মোট মৃত্যু ১৫ হাজার ৬৩৩ জনের। সূ্ত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনার চরম দুর্যোগে পথ দেখাচ্ছেন পেরুর মারিয়া

আন্তোনিয়েতা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের দাপটে বিশ্বজুড়েই চলছে লকডাউন। এই লকডাউন চলছে কোনও দেশে আংশিক, আবার কোনও দেশে পুরোদমে। লকডাউনের প্রভাবে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে গোটা বিশ্ব। এর প্রভাবে পৃথিবী যখন বিপর্যস্ত, ঠিক সে সময়ে পেরুর অর্থ ও ব্যবস্থাপনামন্ত্রী মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলভা অর্থনৈতিক নতুন কর্মকৌশল নিয়ে স্থিতিশীল অবস্থায় রেখেছেন দেশকে। তার এই কর্মকৌশল পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রশংসিত হয়েছে। গণমাধ্যম তাকে হিরো হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

যেভাবে আলোর পথ দেখাচ্ছেন মারিয়া আন্তোনিয়েতা মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলভা হারতে শেখেননি। লকডাউনের সময়কার নগদ অর্থ সাহায্যের এই কৌশল নিয়ে অনেক দেশই আগ্রহ দেখিয়েছে। অনেক গণমাধ্যম তাকে হিরো আখ্যা দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। করোনাভাইরাসের হাত থেকে অর্থনীতিকে সচল রাখার কৌশল আলোচনা হচ্ছে। মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলভা তার দেশ ও আশপাশের দেশগুলোর অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কমিটি গড়েছেন। এরপর তিনি তাদের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা ও ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে সম্মিলিতভাবে কাজ করার পন্থা ঠিক করেছেন। এরপরই নগদ অর্থ বিলি করা শুরু করেছে সরকার। অর্থ ও ব্যবস্থাপনামন্ত্রী বেতন কাঠামোতে সরকারিভাবে ভর্তুকি দিতে, ব্যবসায়ীদের সরকারি ঋণ সাহায্য দানের প্রস্তাব দিয়েছেন। কোনোটিই এর আগে কখনও পেরুর অর্থনীতিতে বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে হেইমে রেইশচে নামের মডি’স ইনভেস্টর সার্ভিসের একজন অর্থনীতি বিশ্লেষক বলেছেন, ‘এগুলো হলো সরকারের ভেতরে মারিয়ার চাপের ফল। পরিষ্কার কথা বলে করোনাভাইরাসের ক্ষতির পরিমাণ জানানো ও সেই ক্ষতিতে সাড়া দেওয়ায় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।’

ব্যাপক মহামারীর এ সময়ে তিনি অর্থ ও ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উচ্চাকাঙ্ক্ষী দিকনির্দেশক অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা পুনরুদ্ধার প্রকল্পটি নিয়ে এসেছেন। ফলে ছোট ব্যবসায়ী ও একেবারেই সাধারণ মানুষকে উদারতা দেখানোর জন্য তাদের ভালোবাসা পেয়েছেন।

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো হাউম্যান আরও বললেন, ‘লাতিন একটি দেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে পেরু সবার উদাহরণ।’

রিকার্ডো হাউম্যান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মারিয়ার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পেরুসহ করোনাভাইরাসের মহামারীতে আরও ১০টি দেশের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য গড়া বিশেষজ্ঞ দলের অন্যতম সদস্য।

সাত মাস বয়সের প্রিয় মন্ত্রীকে নিয়ে বললেন, ‘পেরুতে মারিয়া না থাকলে খুব ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবতে হতো।’ লকডাউনের শুরু থেকেই যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে সাহায্য নিয়ে পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন। তার ওপর বেশির ভাগ মানুষেরই আস্থা আছে। কার্লোস অলিভা নামের সাবেক এক অধ্যাপক বলেছেন, ‘তিনি যোগাযোগে খুব ভালো, যা এই পরিস্থিতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।’

তাদের উদ্যোগের অংশ হিসেবে দুই সপ্তাহ আগে পেরু তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বন্ড রেকর্ড কমমূল্যে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করেছে। অন্যতম কারণ, বিনিয়োগকারীদের মনোবল বাড়ানো।

ইতালি ভ্রমণে বিধিনিষেধ থাকছে না

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে ইতালিতে মৃত্যুর মিছিল কিছুটা কিছুটা কমতেই দেশটি ভ্রমণের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে আগামী ৩ জুন থেকে দেশটির নাগরিকরা সেদিন থেকে বিদেশ এবং বিদেশি নাগকরিকরা ইতালি ভ্রমণ করতে পারবেন।

আজ শনিবার (১৬ মে) প্রকাশিত এক আদেশে এ কথা জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তে।

বিবিসির খবরে বলা হয়, ৪ মে থেকে ইতালিতে লকডাউন শিথিল করে কিছু কারখানা এবং পার্ক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর দেশটির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তের সই করা সাম্প্রতিক এ আদেশে, ১৮ মে থেকে কিছু দোকানা এবং রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সেখানে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এদিকে ক্যাথলিক চার্চগুলোও সেদিন (১৮ মে) প্রার্থনার আয়োজন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। চার্চে আগতদের অবশ্যই ফেস মাস্ক পরিধানের পাশপাশি নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একইসঙ্গে অন্য ধর্মের অনুসারীরাও জমায়েত করে প্রার্থনার অনুমতি পেয়েছেন।

ইতালিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হয়েছে ৩১ হাজার ৬১০ জনের। দেশটির চেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে (৮৭ হাজার ৫৫৯ জন) এবং যুক্তরাজ্যে (৩৪ হাজার ৭৮ জন)।

মানবকণ্ঠ/

‘এখন কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছি’

অভিনয়ের পাশাপাশি প্রেম নিয়ে বলিউড তারকাদের আলোচনা নিত্যদিনের ঘটনা। যদিও এই লকডাউনের সময়ে এ বিষয়টি ইদানিং কম উঠে আসছে। তবে সম্প্রতি এমনই এক প্রসঙ্গে শিরোনামে এলেন পরিনীতি চোপড়া। প্রেম নিয়ে খুব কমই আলোচনায় এসেছেন তিনি।

এখনও সিঙ্গেল তকমা নিয়েই ঘুরছেন এই অভিনেত্রী। তবে এখন মনের মানুষ খুঁজছেন পরিনীতি। এক সাক্ষাত্কারে তিনি বলেন, ‘আমি খুবই লাজুক প্রকৃতির। শারীরিক অথবা প্রেমের সম্পর্কে জড়াতে চাই না। এ ধরনের বিষয়ে আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। কারও সঙ্গে ডেট অথবা ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডস করিনি। আমি এমনই। তবে এখন কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছি। মনের মানুষ খুঁজে তার প্রেমে পড়তে চাই।’

খাবার খেতে বেশ পছন্দ করেন এই অভিনেত্রী। তিনি বলেন, ‘এই একটি বিষয় আমার খুব পছন্দ। খাবার ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারি না। যেকোনো মুহূর্তে পিত্জা পেলেই আমি খেতে শুরু করবো। এমনও সময় গেছে, দিনে ৩টি করে পিত্জা খেয়েছি।’ এরইমধ্যে লেডিস ভার্সেস রিকি বহেল, ইশাকজাদে, শুদ্ধ দেশি রোমান্স, হাসি তো ফাঁসি, জবরিয়া জোড়িসহ বেশকিছু সিনেমায় অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছেন পরিনীতি।

ইত্তেফাক/

আল আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনি পতাকা উড়াবই: মাহমুদ আব্বাস

মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ানোর দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছেন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনি জনগণের চলমান আন্দোলন সংগ্রাম কখনোই থামবে না যতদিন না পর্যন্ত মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল আকসা মসজিদে এবং ফিলিস্তিনের রাজধানী বায়তুল মোকাদ্দাস বা জেরুজালেমে ফিলিস্তিনি পতাকা না উড়ানো হয়।

ফিলিস্তিনি ভূমি দখলের ৭২তম নাকাবা দিবস বা বিপর্যয় দিবস উপলক্ষে দেয়া এক ভাষণে মাহমুদ আব্বাস এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকার বানচাল করার জন্য ইহুদিবাদী ইসরাইলের সব পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র ফিলিস্তিনের সব প্রতিরোধকামী সংগঠনের সহযোগিতায় রুখে দেয়া হয়েছে।

তিনি হুশিয়ার করে বলেন, ইহুদিবাদী ইসরাইল যদি পশ্চিমতীরের কোনো একটি অংশ দখলকৃত ভূমির সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করে তাহলে তিনি তেলআবিবের সঙ্গে সব চুক্তি বাতিল করে দেবেন।

‘ইহুদিবাদী ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্র যদি পশ্চিমতীরের ভূমিদখলের ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি বাস্তবায়ন করে তাহলে আমরা তেলআবিব ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে সব চুক্তি বাতিল করব’-যোগ করেন মাহমুদ আব্বাস।

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট বলেন, দখলদার ইসরাইলের নানামুখী ষড়যন্ত্র এবং বিদ্বেষী নীতি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ফিলিস্তিন সরকার জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করবে এবং ফিলিস্তিনিদের পবিত্র ভূমি থেকে দখলদারদের না তাড়ানো পর্যন্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গত, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি ইসরাইলের সংসদ নেসেটে একটি বিল উত্থাপন করেছে। ওই বিলে

জর্দান উপত্যকা, ডেড সি’র উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমতীরকে ইসরাইলের সার্বভৌম অঞ্চল হিসেবে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফিলিস্তিন জুড়ে এই পরিকল্পনার নিন্দা চলছে। সুত্র-যুগান্তর

মৃত্যুপুরী যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৭৫৪ জনের মৃত্যু

যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মাঝখানে তিন দিন মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলে আবারও প্রাণহানি বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে দেড় হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তরাষ্ট্রের করোনাভাইরাস পরিস্থিতির সবশেষ হালনাগাদ তথ্যে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা) ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ১,৭৫৪ জনের। তাতে মোট মৃত্যু দাঁড়িয়েছে ৮৫ হাজার ৮৮৪ জন, যা একক দেশ হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। সাড়ে ২৬ হাজার ছাড়ানো আক্রান্ত নিয়ে মোট আক্রান্ত দাঁড়িয়েছে ১৪ লাখ ১৭ হাজার ৩৫০ জন, যা বিশ্বের মোট আক্রান্তের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৪৬ হাজার ৪১৪ জন।

এদিকে কোভিড-১৯ এ প্রাণহানি ও আক্রান্তের পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াল্ডওমিটারের তথ্যে বলা হয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ৮৬ হাজার ৯১২ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায়।আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ লাখ ৫৭ হাজার ৫৯৩ জন।করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন ৩ লাখ ১৮ হাজার ২৭ জন।গুরুত্র অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসাধীন ৪ লাখ ৪ হাজার ৯৩৯ জন। বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্বে করোনাভাইরাসে মোট মৃত্যু ৩ লাখ ছাড়িয়েছে। আর আক্রান্ত ৪৪ লাখ ৪৫ হাজার ছুঁই ছুঁই।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর চীনের উহান থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে বিস্তার ঘটা এই ভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সুত্র-যুগান্তর

করোনা নিয়ন্ত্রণে ৫ বছর লাগবে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

গেল বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে বিশ্বের ২১২টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত ৪৪ লাখ ৪২ হাজার ৪১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অপরদিকে মারা গেছেন ২ লাখ ৯৮ হাজার ৩৩২ জন।

বিশ্বব্যাপী করোনায় দিন দিন আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই। এখন পর্যন্ত করোনা রোধে কার্যকর কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। এদিকে, করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আনতে ৪ থেকে ৫ বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌমিয়া সোমিনাথান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান এক বিবৃতিতে বলেন, আমি চার থেকে পাঁচ বছরের একটি সময়সীমার কথা বলতে চাই। এই সময়ের মধ্যে আমরা এটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব।
তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ভ্যাকসিন। তবে এর কার্যকারিতা এবং সুরক্ষা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। একই সঙ্গে ভ্যাকসিন উৎপাদন ও সুষম বণ্টন নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, এখনই করোনাভাইরাসের মহামারীর সমাপ্তি হচ্ছে না। বছরের পর বছর এতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাবে মানুষ।

সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, মানবজাতির জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংকট হিসেবে কমিউনিটিতে রয়ে যাবে এই ভাইরাস। তাই বিশ্ব নেতাদের এর ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের একটি বিন্দুতে পৌঁছাতে হবে, যাতে এটা আর মহামারী না থাকে।

বুধবার এমন কথা জানিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, কোভিড-১৯ হবে এইডসের মতো, যা কখনোই শেষ হওয়ার নয়। তাই এই ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিন ভাইরাসটির সংক্রমণ এভাবে ছড়াতে থাকলে তার ফল মারাত্মক হবে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন